দা'ওয়াতে ইসলামী

রিসালা নং: ৮২

মিষ্টি ভাষা

- আশিকে রাসূলদের সুন্দর ভাষার বরকত
- মুখ দিয়ে বাজে কথাবার্তা বের হয়ে গেলে তখন কি করবেন?
- কখন আল্লাহর যিকির করা গুনাহ!
- মিথ্যা রটনার ৪টি দৃষ্টান্ত
- মানুষের অভাব পূরণ ও রুগ্ন ব্যক্তির খোঁজ খবর নেয়ার ফযীলত
- মিথ্যা বলার প্রতি বাধ্য করতে পারে এমন অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর ১৪টি উদাহরণ
- ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি মাদানী ফুল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মিষ্ট ভাষা[১]

সম্ভবত শয়তান আপনাকে এ বয়ানটি সম্পূর্ণ পড়তে দেবে না। কিন্তু আপনি শয়তানের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিন

কবর আযাবের একটি কারণ

'আল কাওলুল বদী' কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার এক মৃত প্রতিবেশীকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করলাম: **আল্লাহ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বলল: আমি ভীষণ ভয়ের সম্মুখীন হই। এমন কী মুনকার নকীর ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরও আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না। আমি মনে মনে ভাবলাম, সম্ভবত

(১) রবিউন নূর শরীফ ১৪৩০ হিজরি মোতাবেক ২০০৯ ইংরেজি বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে এ বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে পাঠক সমীপে পেশ করা হলো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হয়নি। এমন সময় আওয়াজ এলো, দুনিয়াতে জিহ্বার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের কারণেই তোমাকে এ নির্মম শাস্তি দেয়া যাচ্ছে। এখন আযাবের ফিরিশতারা আমার দিকে এগিয়ে এলো। এমন সময় সুন্দর ও অপূর্ব চেহারা বিশিষ্ট্য আতর গোলাপে সৌরভিত এক বুযুর্গ আমার এবং শাস্তির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন এবং আমাকে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি তাঁর শেখানো উত্তর মতে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর দিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শাস্তি আমার থেকে দূরীভূত হয়ে যায়। আমি ঐ বুযুর্গকে বললাম: **আল্লাহ তায়ালা** আপনার উপর দয়া করুক, আপনি কে? তিনি বললেন: তোমার অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠের বরকতেই আমি সৃষ্টি হয়েছি এবং তোমার প্রতিটি বিপদাপদে সাহায্য করার জন্যই আমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে।

(আল কাওলুল বদী, ২৬০ পৃষ্ঠা, মুয়াচ্ছাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

আপকা নামে নামী আয় صَلِّ عَلٰى, হার জাগা, হার মসিবত মে কাম আগায়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে মৃত ব্যক্তির সাহায্যের জন্য যখন কবরে ফিরিশতা চলে আসে, তাহলে **ফিরিশতাদেরও আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর প্রিয় উম্মতদের সাহায্যার্থে তাদের কবরে কেন আসবেন না?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

কোন কবি যথার্থই বলেছেন:

মে গোরে আন্ধেরী মে ঘাবরায়োঙ্গা জব তানহা,
ইমদাদ মেরি করনে আযানা মেরে আক্বা।
রওশন মেরি তোরবাত কো লিল্লাহ শাহা করনা,
যব নাযা কা ওয়াক্ত আয়ে দিদার আতা করনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খোরাসানের এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বপ্নযোগে নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন তাতার সম্প্রদায়কে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়ার জন্যে। ঐ সময় তাতার সাম্রাজ্যের ক্ষমতার মসনদে আসীন ছিলেন হালাকু খানের ছেলে তগোদার খান। সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সফর করে তাগোদার খানের কাছে পৌঁছেন। সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী শ্মশ্রুমন্ডিত দাঁড়ি বিশিষ্ট মুসলমান মুবাল্লিগকে দেখে তগোদার খান তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তামাশাচ্ছলে বলল, 'মিঞা! এটা বলোতো দেখি তোমার দাড়ি উত্তম, না আমার কুকুরের লেজ উত্তম? কথাটি যদিও রাগান্বিত করার জন্য ছিল, কিন্তু সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছিলেন একজন অভিজ্ঞ মুবাল্লিগ। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এরশাদ করলেন, "আমিও আমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক **আল্লাহ**র কুকুর। যদি আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্থতার মাধ্যমে আমি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হই তাহলে আমি উত্তম। অন্যথায় আপনার কুকুরের লেজই আমার চেয়ে উত্তম। যদিও সে আপনার প্রতি অনুগত বিশ্বস্ত। এজন্যই যে সে একজন আমলদার মুবাল্লিগ ছিলেন, গীবত, চুগলখোরী,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

অপরের সমালোচনা, নিন্দা গালিগালাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে দূরে ছিলেন এবং আপন জিহ্বাকে সর্বদা **আল্লাহ**র যিকিরে মশগুল রাখতেন। সুতরাং তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুখ থেকে নির্গত মধুর কথা শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্যভেদী তীর হয়ে তগোদারের অন্তরে বিদ্ধ হয়। যখন তগোদার তার কটাক্ষমূলক কথার জবাবে সে আমলদার মুবাল্লিগের পক্ষ থেকে সুগন্ধময় মাদানী ফুল উপহার পেলেন, তখন তার অন্তর একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। তাগোদার খাঁন অত্যন্ত নম্র ভাষায় সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বললেন: আপনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমার মেহমান। আমার এখানেই আপনি অবস্থান করবেন। এভাবেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার কাছেই অবস্থান করতে লাগলেন। তগোদার খাঁন প্রতিদিন রাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তগোদারকে অত্যন্ত স্নেহ মমতার সাথে নেকীর দা'ওয়াত দিতে থাকেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তগোদার খাঁনের অন্তরে মাদানী ইনকিলাব ছড়িয়ে পড়ল। তার অন্তর সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যে তাগোদার খাঁন গতকালও ইসলামের অস্তিত্বকে দুনিয়া থেকে বিলীন করে দেয়ার জন্য তৎপর ছিলেন। তিনি আজ ইসলামের নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন। সে আমলদার মুবাল্লিগের হাতে তাগোদার খান তাঁর সমস্ত তাতার সম্প্রদায় সহ মুসলমান হয়ে গেলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় আহমদ। ইতিহাস সাক্ষী একজন মুবাল্লিগের সুন্দর কথার বরকতে মধ্য এশিয়ার রক্ত পিপাসু তাতারী রাজত্ব

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ইসলামী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল। **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন এবং তাঁর উসিলায় আমাদের ক্ষমা করে দিন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মধুর ভাষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো? ঐ মুবাল্লিগ হলে এমনি হওয়া চাই। যদি তগোদারের কঠিন কথায় সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়তেন। তাহলে কখনোই এ মাদানী ফলের আশা করা যেত না। এভাবে যে যতই আমাদেরকে কটাক্ষ করুক না কেন, আপন মুখকে সংযত রাখা চাই। জিহ্বা যখন অসংযত হয়ে যায়, তখন অনেক সময় ভাল কাজও নষ্ট হয়ে যায়। মিষ্টি মুখের মধুর কথাই তো তাগোদার খাঁনের মত একজন নরপিশাচ ও রক্ত পিপাসুকে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছে।

হে ফালাহ ও কামরানি নরমি ও আসানি মে,
হার বনা কাম বিগাড় যাতা হে নাদানি মে।

মাংসের একটি ছোট্ট টুকরা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বাকে দেখতে যদিও গোশতের একটি ছোট্ট টুকরা মনে হয়, কিন্তু এটা মহান **আল্লাহ তায়ালা**র এক মহান নিয়ামত। সে নেয়ামতের গুরুত্ব কতটুকু তা একমাত্র বোবা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারে। জিহ্বার সঠিক ব্যবহার মানুষকে জান্নাতে পৌঁছাতে পারে, আবার এর ভূল ব্যবহার তাকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে। যদি কোন কট্টর কাফিরও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মুখে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ পাঠ করে তাহলে কুফর ও শিরকের যাবতীয় পাপ থেকে সে পবিত্র হয়ে যায়। তার জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত এ কালিমা তাইয়্যেবা তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের মলিনতাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত এ পবিত্র কালেমার বরকতে সে গুনাহ থেকে এমন নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে যায়, যেমনিভাবে ঐ দিন ছিল যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। এ মহান মাদানী ইনকিলাব তার মধ্যে আসে কেবলমাত্র অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মুখে উচ্চারিত সে সুমহান কালেমা শরীফের বদৌলতেই।

প্রতিটি কথায় এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব

হায়! আমরাও যদি জিহ্বার সঠিক ব্যবহার করতে জানতাম। **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইচ্ছা মোতাবেক যদি আমরা জিহ্বাকে ব্যবহার করতে পারি, তাহলে জান্নাতে আমাদের জন্য ঘর নির্মাণ করা হবে। এই জিহ্বা দ্বারা আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি, **আল্লাহ**র যিকির করি, দরূদ ও সালাম পাঠ করি বেশি বেশি নেকীর দাওয়াত দিই। তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমরা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

প্রচুর লাভবান হব। "মুকাশাফাতুল কুলুব" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, একদা হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করলেন, হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে সৎ কাজের আদেশ আর খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে, তার প্রতিদান কি হবে? **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: "আমি তার প্রতিটি কথার বিনিময়ে তার আমল নামায় এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দেই এবং তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে আমার লজ্জাবোধ হয়।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

আশিকে রাসূলের মিষ্ট ভাষার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৎ কাজের আদেশ, গুনাহ থেকে বাধা প্রদান এবং এসব কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারো ওপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে সাওয়াব অর্জনের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, যাকে বুঝাবেন সে তা পালন করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। আর পালন না করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। বরং যদি সে তা পালন না করে তাহলেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনি তাতে সাওয়াব পাবেন। আর যদি আপনার ইনফিরাদী কৌশিশের বদৌলতে কেউ গুনাহ থেকে তওবা করে সৎ পথে ফিরে আসে এবং সুন্নাতে ভরা জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনিও প্রচুর লাভবান হবেন। আসুন এ প্রসঙ্গে ইনফিরাদী কৌশিশের একটি মাদানী বাহার শুনাই।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

পাঞ্জাব প্রদেশের কুসুর শহরের জনৈক ইসলামী ভাইয়ের লেখা একটি চিঠি তাঁরই ভাষায় তুলে ধরছি। তিনি লিখেন, আমি এ সময় এসএসসির ছাত্র ছিলাম। খারাপ সংস্পর্শের কারণে আমার অতীত জীবন পাপের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। আমার মেজাজ ছিল সীমাহীন খিটখিটে প্রকৃতির। আমার মধ্যে বেয়াদবির সীমা এত চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, পিতা মাতাতো দূরের কথা দাদা দাদীর সামনেও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে আমি দ্বিধাবোধ করতাম না। অর্থাৎ আমার জিহ্বা কেচির মত চলত। একদিন আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি মাদানী কাফিলা আমাদের মহল্লার মসজিদে আসে। **আল্লাহ**র ইচ্ছা এটাই ছিল, আমি আশিকানে রাসূলদের সাথে সাক্ষা? করার জন্য মসজিদে পৌঁছে যায়। এক ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে দরসে অংশগ্রহণের দাওয়াত দেন। তার সুন্দর কথা আমাকে এমন মুগ্ধ করল যে, আমি তার সাথে দরসে বসে পড়ি। দরসের পর তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসার সাথে বল্লেন, কয়েকদিন পর সাহারায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা আন্তর্জাতিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হবে। তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনার প্রতিও দাওয়াত রইল। তাঁর দরস আমাকে এতই আকৃষ্ট করেছিল যে, আমি তাকে না বলতে পারলাম না। অবশেষে আমি সাহারায়ে মদীনা মুলতানের সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করি। সেখানকার নুরানিয়্যাত ও বরকত দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত

হয়ে পড়ি। ইজতিমার শেষ দিনের বয়ান গান বাজনার ভয়াবহতা শুনে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। আমার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরতে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি গুনাহ থেকে তওবা করে নিই এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই। মাদানী মহলের সাথে আমার সম্পৃক্ততা দেখে আমার পরিবারের সদস্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহলের বরকতে আমার মত একজন দুশ্চরিত্র ও বিপথগামী যুবকের মধ্যে পরিবর্তন ও মাদানী ইনকিলাব দেখে আমার বড় ভাইও দাড়ি রেখে দেন এবং সবুজ পাগড়ীর তাজ দ্বারা তাঁর মাথা সজ্জিত করে নেন। আমার একমাত্র বোনও اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী বোরকা পরিধান করা শুরু করে দেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার পরিবারের সকল সদস্য সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়াতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গাউসুল আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মুরিদ হয়ে যান। আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশকারী সে ইসলামী ভাইয়ের সুন্দর কথার বরকতে আমার প্রতি মহান **আল্লাহ তায়ালা**র এমন অনুগ্রহ হয় যে, আমি পবিত্র কুরআন মুখস্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করি। দরসে নিজামির আলিম কোর্সেও আমি ভর্তি হই। বর্তমানে আমি তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমি একজন এলাকার কাফিলা যিম্মাদার। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ১৪২৭ হি: শাবান মাস থেকে আমি একাধারে ১২ মাসের জন্য মাদানী কাফেলাতে সফর করারও ইচ্ছা পোষণ করছি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

দিল পে গর জং হো, ঘর কা ঘর তঙ হো,
হোগা সব কা ভালা, কাফিলে মে চলো।
এয়ছা ফয়জান হো, হিফজে কুরআন হো,
করকে হিম্মাত যারা, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাগফিরাতের সুসংবাদ

এই জিহ্বা দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত করুন এবং অশেষ সাওয়াব অর্জন করুন। তাফসীরে রুহুল বয়ানে এ একটি হাদীসে কুদসীটি বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি একবার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কে সুরা ফাতিহার সাথে মিলিয়ে পাঠ করল (অর্থাৎ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করল) তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, তার সমস্ত নেকি কবুল করলাম, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম এবং তার জিহ্বাকে কখনো জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবো না, আর তাকে কবরের আজাব, জাহান্নামের আজাব, কিয়ামতের আজাব এবং প্রচন্ড ভয়ভীতি থেকে মুক্তি দান করব। (রুহুল বয়ান, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, দারে ইয়াহিয়ায়ে তারাসিল আরবী, বৈরুত) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কে সূরা ফাতিহার সাথে মিলিয়ে পাঠ করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়ুন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

হুর লাভের আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বাকে সামান্য চালিয়ে اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْم পড়ে নিন এবং জান্নাতের হুর লাভ করুন। "রওজুর রায়াহিন" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে: এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত **আল্লাহ পাকের** ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন ছিলেন। একদা তিনি **আল্লাহ**র দরবারে দোয়া করলেন, হে **আল্লাহ**! আপনার দয়ায় আমি জান্নাতে যা কিছু লাভ করব তার কিছু নমুনা আপনি এ দুনিয়াতে দেখিয়ে দিন। তিনি এখনো দোয়া করছেন, হঠাৎ মিহরাব ভেদ করে এক অপূর্ব, সুন্দরী রূপসী হুর তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বলল, আমার মত একশ হুর জান্নাতে আপনাকে দান করা হবে। যাদের প্রত্যেকের থাকবে শত শত সেবিকা, প্রত্যেক সেবিকার থাকবে শত শত দাসী আর প্রত্যেক দাসীর থাকবে শত শত পরিচারিকা। জান্নাতী হুরের মুখে এ কথা শুনে সে বুযুর্গ আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং হুরকে জিজ্ঞাস করলেন, জান্নাতে কাউকে আমার চেয়েও কি বেশি প্রদান করা হবে? সে জবাবে বলল বর্ণিত সংখ্যক হুরতো এমন প্রত্যেক সাধারণ জান্নাতীই লাভ করবেন, যারা সকাল সন্ধ্যা اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْم পাঠ করতে থাকে।

(রওজুর রায়াহিন, ৫৫ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" **(তাবারানী)**

আল্লাহর প্রেমিক হয়ে যান

জিহ্বাকে সর্বদা **আল্লাহ**র যিকিরে রত রাখুন এবং সাওয়াবের ভান্ডার গড়ে তুলুন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, তোমরা এত অধিক হারে **আল্লাহ**র যিকির করতে থাকো, যাতে লোকেরা তোমাদেরকে পাগল বলতে থাকে।

(আল মুস্তাদারিক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৮২, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা এত বেশি করে **আল্লাহ**র যিকির করতে থাকো, যাতে মুনাফিকরা তোমাদেরকে রিয়াকার বলতে থাকে।" **(আল মুজামুল কবির লিত তাবরানি, ১২তম খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২৭৮৬, দারে ইয়াহিয়ায়ে তারাসিল আরবী, বৈরুত)**

বৃক্ষ রোপন করছি

আমাদের **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে জিহ্বার কত সুন্দর ব্যবহার শিখিয়ে দিয়েছিলেন, তা আপনিও একটু জেনে নিন এবং আনন্দে উদ্বেলিত হোন। ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে, একদা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে দেখতে পেলেন। আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তখন গাছের একটি চারা লাগাচ্ছিল। **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাস করলেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

"হে আবু হুরায়রা! কি করছো?" আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আরয করলেন: বৃক্ষ রোপন করছি। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে আবু হুরায়রা! আমি তোমাকে সর্বোত্তম বৃক্ষ রোপনের কথা বলবো না! তুমি যদি سُبْحٰنَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَکْبَرُ পাঠ কর, তাহলে প্রতিটি কলেমার পরিবর্তে তোমার জন্য জান্নাতে এক একটি বৃক্ষ লাগানো হয়ে থাকে।"

(সুনানে ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮০৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলোচ্য হাদীসে চারটি কালেমা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) سُبْحٰنَ اللهِ (২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (৩) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (৪) اَللهُ اَکْبَرُ এ চারটি কালেমা পাঠ করলে জান্নাতে চারটি বৃক্ষ রোপন করা হবে। আর যদি এর চেয়ে কম পাঠ করে তাহলে বৃক্ষও কম রোপন করা হবে। যেমন কেউ শুধুমাত্র سُبْحٰنَ اللهِ পাঠ করল তাহলে তার জন্য একটি বৃক্ষই রোপন করা হবে। তাই উপরোক্ত কালেমাগুলো পাঠে জিহ্বাকে সর্বদা রত রাখুন এবং জান্নাতে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপন করতে থাকুন।

عمر را ضائع مکن در گفتگو　　　ذِکرِ اُو کُن ذِکرِ اُو کُن ذِکرِ اُو

উমর রা যায়ে' মকুন দর গুপ্তগো,　　যিকরে উওকুন, যিকরে উওকুন, যিকরে উও।

অর্থাৎ অনর্থক কথাবার্তাতে তোমার জীবন নষ্ট করো না। সর্বদা **আল্লাহ**র যিকিরে রত থাকো, **আল্লাহ**র যিকিরে রত থাকো, **আল্লাহ**র যিকিরে রত থাকো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে

জিহ্বার ব্যবহার সমূহের মধ্যে এটিও একটি যে জিহ্বা দ্বারা সর্বদা দরূদ ও সালাম পড়তে থাকুন এবং গুনাহ সমূহ ক্ষমা করাতে থাকুন। দুররে মুখতার কিতাবে উল্লেখ আছে যে ব্যক্তি **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর একবার দরূদ পাঠ করবে এবং তা কবুল হয়ে যায়, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৪, দরুল মারেফাত, বৈরুত)

بِسْمِ الله করুন বলা নিষেধ

অনেক লোক বলে থাকে بِسْمِ الله করুন আসুন জনাব بِسْمِ الله আমি بِسْمِ الله করে ফেলেছি ইত্যাদি। ব্যবসায়ীরা দিনের প্রথম যে বিক্রয়টি করে থাকে তাকে সচরাচর বাউনি বলা হয়, কিন্তু কিছু লোক তাকেও بِسْمِ الله বলে থাকে। যেমন তারা বলে থাকে, আমার আজ এখনো পর্যন্ত بِسْمِ الله ও হয়নি। যে দৃষ্টান্তগুলো উল্লেখ করা হলো তা সবভূল পদ্ধতি। অনুরূপ খাবারের সময় যদি কেউ এসে পড়ে, তখন অনেকে সচরাচর আগত ব্যক্তিকে বলে থাকে, আসুন খাবারে আপনিও অংশগ্রহণ করুন। এক্ষেত্রেও আমন্ত্রিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সচরাচর জবাব পাওয়া যায়। بِسْمِ الله বা بِسْمِ الله করে নিন। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়ত ১৬ খন্ডের ২২ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এরূপ ক্ষেত্রে এভাবে بِسْمِ الله এর ব্যবহারকে আলিমগণ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তবে এরূপ বলা যেতে পারে, بِسْمِ الله পাঠ করে খেয়ে নিন। বরং এরূপ ক্ষেত্রে প্রার্থনা সূচক বাক্য ব্যবহার করাই উত্তম। যেমন بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ **আল্লাহ** আমাদের এবং আপনাদের বরকত দান করুন।

কখন بِسْمِ الله পাঠ করা কুফরী?

হারাম ও নাজায়িজ কাজের শুরুতে কখনোই بِسْمِ الله শরীফ পাঠ করা যাবে না। যে সব কাজ অকাট্য হারাম। সে সব কাজের শুরুতে بِسْمِ الله পাঠ করা কুফরী। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে। মদ পান করার সময়, জিনা করার সময়, জুয়া খেলার সময় بِسْمِ الله বলা কুফরী। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

কখন আল্লাহর যিকির করা গুনাহ!

স্মরণ রাখবেন! জিহ্বা দ্বারা **আল্লাহ**র যিকির করা দরূদ শরীফ পাঠ করা সাওয়াবের কাজ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা হারামও বটে। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ডের ৫৩৩ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে, ক্রেতাকে পন্যদ্রব্য দেখানোর সময় পন্যদ্রব্যের উৎকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য ক্রেতার সামনে বিক্রেতার দরূদ শরীফ পাঠ করা বা سُبْحٰنَ الله বলা জায়িয নেই। অনুরূপ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে

আসতে দেখে তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো এবং তার জন্য স্থান ছেড়ে দেয়ার জন্য উপস্থিত লোকদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করাও জায়িজ নেই। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ মাসআলাকে সামনে রেখে আমি ইসলামী ভাইদের বুঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। তারা যেন আমার আগমনে **আল্লাহ আল্লাহ** রব বুলন্দ না করেন। কেননা তখন তা দ্বারা **আল্লাহ**র যিকির করা উদ্দেশ্য হবে না। বরং আমাকে অভ্যর্থনা জানানোই উদ্দেশ্য হবে।

খিচুড়িকে হালিম বলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার গুনবাচক নাম সমূহের মধ্যে "হালিম" একটি নাম। সুতরাং খাওয়ার জিনিসকে হালিম বলা যদিও জায়িয। কিন্তু আমার (সগে মদীনা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর) নিকট শোভনীয় মনে হয় না। এই খাবারকে উর্দুতে খিচুড়িও বলে। আমিও তাকে যথাসাধ্য খিচুড়ি বলতে চেষ্টা করি। তাজকিরাতুল আউলিয়া নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, একদা হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লাল রঙের একটি আপেল হাতে নিয়ে বললেন, "এ আপেলটি খুবই লতিফ অর্থাৎ উত্তম। সাথে সাথে গায়েবী আওয়াজ এল, "আমার নাম আপেলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে তোমার লজ্জাবোধ হলো না। বায়েজিদ বোস্তামীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর, এ কথার কারণে, তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চল্লিশ দিন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

পর্যন্ত **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর স্মরণ বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অন্তর থেকে তুলে নিয়েছিলেন। বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শপথ করে নিলেন, জীবনে আর কখনো বোস্তাম শহরের ফল খাবেন না।

(তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেনতো আপনারা লতিফ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে উত্তম। কিন্তু তা **আল্লাহ তায়ালা**র একটি গুনবাচক নাম, এজন্য তিনি সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে সতর্ক করে দেন।

লক্ষগুণ সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই যদি আমরা জিহ্বার যথাযথ ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমরা বিশাল পূন্যের ভান্ডার অর্জন করতে পারব। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি বাজারে **আল্লাহ**র যিকির করে, তার প্রতিটি চুলের পরিবর্তে কিয়ামতের দিন তার জন্য এক একটি নূর হবে।

(শুয়াবুল ঈমান লিল্ বায়হাকী, ১ম খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

স্মরণ রাখবেন! কুরআন তিলাওয়াত, হামদ ও সানা, মুনাজাত দোয়া, দরূদ ও সালাম, নাত, খুৎবা দরস, সুন্নাতে ভরা বয়ান ইত্যাদি **আল্লাহ**র যিকিরের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তাই সকল ইসলামী ভাইদের উচিত, দৈনিক কমপক্ষে ১২ মিনিট বাজারে ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দরস দিতে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনি বাজারে **আল্লাহ**র যিকির করার সাওয়াব পেতে থাকবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মানুষের অভাব পূরণ ও অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ খবর নেয়ার ফযীলত

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! কতই ভাগ্যবান সে সব ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন, যারা নিজেদের জিহ্বাকে নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতে ভরা বয়ান, যিকির ও দরূদ পাঠে সদা সর্বদা ব্যস্ত রাখেন। মুসলমানদের অভাব পূরণ করাও সাওয়াবের কাজ। এমনকি অসুস্থ কিংবা দুঃস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দান করাও জিহ্বার উত্তম ব্যবহার।

অসুস্থ ব্যক্তির সমবেদনা দেখানোর আজিমুশশান সাওয়াব

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের অভাব পূরণের জন্য অগ্রসর হয়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে পঁচাত্তর হাজার ফিরিশতা দ্বারা ছায়াদান করেন। সে ফিরিশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। সেই ওই কাজ শেষ না করা পর্যন্ত **আল্লাহ**র রহমতে নিমজ্জিত থাকে। যখন সে ওই কাজ শেষ করে অবসর নেয়, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

সমবেদনা দেখানোর জন্য যায়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে পঁচাত্তর হাজার ফিরিশতা দ্বারা ছায়া দান করেন। ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার প্রতিটি কদম তোলার পরিবর্তে তার জন্য একটি করে সাওয়াব লিখা হয় এবং প্রতিটি কদম ফেলার পরিবর্তে তার একটি করে গুনাহ মুছে দেয়া হয়, তার একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। যখন সে ওই অসুস্থ ব্যক্তির পাশে বসে, তখন **আল্লাহ**র রহমত তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, নিজ ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে **আল্লাহ**র রহমতে আচ্ছাদিত থাকে। (আল মুজামুল আওসাত, ৩য় খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৩৯৬)

যখন কারো সন্তান সন্ততি অসুস্থ হয়ে পড়ে, কেউ আয় রোজগার হীন কিংবা ঋনগ্রস্থ হয়ে পড়ে, দুর্ঘটনার শিকার হয়, লোকসান দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার ফলে অস্থির হয়ে পড়ে। কারো ঘরে চোর ডাকাত হানা দিয়ে তার সর্বস্ব নিয়ে যায় বা অন্য কোন দু:খ দুর্দশায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। তখন তাকে সান্তনা দান করা, তার মনের সন্তুষ্টির জন্য তার প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করার জন্য জিহ্বার ব্যবহার করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ।

জান্নাতের দুই জোড়া জামা

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কোন দুঃখী মানুষের প্রতি সমবেদনা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

প্রকাশ করে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে তাকওয়ার পোশাক পরিধান করাবেন এবং রূহ সমূহের মধ্যে তার রূহের উপরই রহমত দান করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে জান্নাতের পোশাক সমূহের মধ্যে এমন দুইজোড়া পোশাক পরিধান করাবেন, যার মূল্য সারা দুনিয়াও হবে না।

(আল মুজামুল আওসাত, লিত তাবরানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯২৯২, দারুল ফিকির, বৈরুত)

জিহ্বা উপকারীও, অপকারীও

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জিহ্বার যথাযথ ব্যবহার মানুষের জন্য অগণিত কল্যাণ বয়ে আনে। আর মানুষ যদি জিহ্বাকে **আল্লাহ**র নাফরমানীতে লিপ্ত রাখে, তাহলে তা তার জন্য মহাবিপদও ডেকে আনে। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মানুষের অধিকাংশ পাপ তার জিহ্বার মাধ্যমেই হয়ে থাকে।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪০, হাদীস নং-৪৯৩৩)

প্রতিদিন সকালে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ জিহ্বার তোশামোদ করে

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মানুষ যখন সকালে ঘুম থেকে উঠে, তখন তার সব অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে তোশামোদ করে বলে, আমাদের ব্যাপারে তুমি **আল্লাহ**কে ভয় কর। কেননা আমরা তোমার সাথে জড়িত। তুমি যদি ঠিক থাক, তাহলে আমরা ঠিক থাকতে পারব, আর যদি তুমি বিপথগামী হও, তাহলে আমরাও বিপথগামী হয়ে যাব।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৫, দারুল ফিকির, বৈরুত)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল-অমঙ্গল, আনন্দ বেদনা, সুখ দুখ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তুমি যদি বাকা পথে চল তাহলে আমাদের দুর্নাম হবে। আর যদি তুমি সৎ পথে চল তাহলে আমাদের সম্মান বাড়বে। স্মরণ রাখবেন! জিহ্বা হচ্ছে অন্তরের মুখপাত্র। তাই জিহ্বার স্বচ্ছতা-অস্বচ্ছতা অন্তরের স্বচ্ছতা অস্বচ্ছতার প্রমাণ বহন করে। **(মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৫ পৃষ্ঠা)**

জিহ্বার লাগামহীনতার বিপদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই জিহ্বা যদি লাগামহীন হয়ে যায়, তখন অনেক সময় মহা বিপদ ডেকে আনে। জিহ্বা দ্বারা স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক, তালাক, তালাক তিনবার বলে ফেলে, তখন স্ত্রীর উপর মুগাল্লাজা (তিন) তালাক পতিত হয় এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। জিহ্বা দ্বারা কেউ যদি কাউকে খারাপ কথা বলে এবং এতে রাগান্বিত হয়ে যায়, তখন অনেক সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা,

রক্তারক্তি ও খুনাখুনির মত ঘটনাও ঘটে যায়। জিহ্বা দ্বারা যদি কোন মুসলমানকে শরয়ী অনুমতি ব্যতীত হুমকি ধমকি দেয়া হয়, তাতে সে মনে ব্যথা পায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তাতে গুনাহ ও জাহান্নাম দুটোই অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। তাবরানী শরীফে বর্ণিত রয়েছে; **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি শরয়ী কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিলো, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে **আল্লাহ**কে কষ্ট দিলো।" (আল মুজামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬০৭)

চির সন্তুষ্টি ও চির অসন্তুষ্টি

হযরত সায়্যিদুনা বিলাল বিন হারেস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কোন মানুষ মুখ দিয়ে ভাল কথা বলে, অথচ সে এর মর্যাদা জানে না। ফলে **আল্লাহ তায়ালা** সে কথার কারণে তার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন। যতক্ষণ না সে **আল্লাহ তায়ালা**র সাথে সাক্ষাৎ করে। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি মুখ দিয়ে এমন মন্দ কথা বলে; কিন্তু সে জানেনা তার পরিনাম কি। **আল্লাহ তায়ালা** এর কারণে তার উপর নিজের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন। যতক্ষণ না সে **আল্লাহ তায়ালা**র সাথে সাক্ষাৎ করে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৩৩, সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩২৬)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ অনেক সময় মুখ দিয়ে এমন মন্দ কথা বলে ফেলে যার ফলে **আল্লাহ তায়ালা** সব সময়ের জন্য অসন্তুষ্ট কারণ হয়ে যায়। তাই মানুষের উচিত, বুঝেশুনে কথা বলা। হযরত সায়্যিদুনা আলকামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, বেলাল বিন হারিস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বর্ণিত হাদীসটি আমাকে অনেক কথা থেকে বাধা প্রদান করে। আমি কোন কথা বলতে চাইলে এ হাদীসটি আমার সামনে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আমি নিশ্চুপ হয়ে যাই। **(মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে চিন্তে কথা না বললে অনেক সময় তা ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনে এবং **আল্লাহ তায়ালা**র চির অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই জিহ্বায় মদীনার তালা লাগানোর অর্থ জিহ্বাকে অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত রাখা। নীরবতা পালনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য দৈনন্দিন কিছু কিছু কথাবার্তা লিখে বা ইশারায় বলা অত্যাধিক মঙ্গলজনক। কেননা যে ব্যক্তি কথা বেশি বলে, তার পাপও বেশি হয়ে থাকে। এমন কি সে তার গোপন বিষয়ও ফাঁস করে দেয়। গীবত, চুগলি, সমালোচনা, নিন্দা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটাও এরকম ব্যক্তির জন্য কঠিন হয়ে পড়ে বরং যার মধ্যে অনবরত বক বক করার অভ্যাস রয়েছে, তার মুখ দিয়ে অনেক সময় **আল্লাহ**র পানাহ কুফরী কালিমাও চলে আসে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

পাষাণ হৃদয়ের পরিণাম

দয়াময় **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের প্রতি সদয় হোন। আমাদের জিহ্বাকে সংযত রাখার তৌফিক দান করুন। এ জিহ্বাইতো **আল্লাহ**র যিকির উদাসীন করে। অনর্থক বকবক করে অন্তরকেও নিষ্ঠুর ও পাষাণ করে দেয়। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "অশ্লীল কথাবার্তা বলা পাষাণ হৃদয়েরই পরিচায়ক। আর পাষাণ হৃদয়ের পরিণতি জাহান্নাম।" **(সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১৬)**

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, যে ব্যক্তির জিহ্বার অসংযত অশ্লীল কথাবার্তা যার মুখ দিয়ে নির্দিধায় চলে আসে, তখন বুঝে নেবেন, তার অন্তর অত্যন্ত পাষাণ, নিষ্ঠুর। তার মধ্যে লজ্জা বলতে কিছুই নেই। কঠোরতা এমন এক বৃক্ষ যার শিকড় মানুষের অন্তরে প্রোথিত এবং শাখা প্রশাখা জাহান্নাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এমন লাগামহীন ব্যক্তির পরিনাম অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে থাকে। সে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানেও বেয়াদবী করে, সে কাফির হয়ে যায়। **(মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৪১ পৃষ্ঠা)**

জিহ্বা ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতই অধিক কথা মানুষের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। বাকপটুতার কারণে মানুষ অনেক সময় **আল্লাহ**র পানাহ কুফরীর গর্তে গিয়েও পতিত হয়। হায়! তাই কোন কথা বলার

আগে আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে, তাতে পরকালীন কোন কল্যাণ নিহিত আছে কিনা? যদি না থাকে তাহলে দুঃখিত! অতঃপর সে কথা না বলে এর পরিবর্তে দরূদ শরীফ পাঠ করে নিন যে, এভাবে পরকালের অনেক কল্যাণ অর্জন করা যাবে। আসরারুল আউলিয়া رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আসাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর মুখ দিয়ে একদা একটি অনাবশ্যক কথা বের হয়েছিল। তাতে তিনি লজ্জিত হয়ে জিহ্বায় (সুস্থ মস্তিষ্ক বিহীন অবস্থায়) দাঁত দ্বারা এমন সজোরে চাপ দিলেন, যার ফলে জিহ্বা থেকে রক্ত বের হয়ে আসল এবং সে একটি অনর্থক কথার কাফ্ফারা স্বরূপ বিশ বৎসর যাবত তিনি মানুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় কোন কথাবার্তা বলেননি। (আসরারুল আউলিয়া, ৩৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত সাব্বির, ব্রাদার্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর)

আল্লাহ তায়ালার তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুখ দিয়ে বাজে কথাবার্তা বের হয়ে গেলে তখন কি করবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আসাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর মুখ দিয়ে কেবলমাত্র একটি অনাবশ্যক কথা বের হওয়ার কারণে তিনি ক্ষোভে দুঃখে নিজের জিহ্বা পর্যন্ত ক্ষত বিক্ষত করে ফেললেন। এখানে একটি মাসআলা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, সুস্থ মস্তিষ্কে সজ্ঞানে নিজেকে নিজে

কষ্ট দেয়া কিংবা নিজের কোন অঙ্গের ক্ষতি সাধন করার অনুমতি শরীয়ত কাউকে দেয়নি। তাই বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى ব্যাপারে নিজেদের অঙ্গ নিজেরা ক্ষত বিক্ষত করার যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত আছে তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। হতে পারে তাঁরা সে সমস্ত কাজ সুস্থ মস্তিষ্কে সজ্ঞানে করেননি, যে সুস্থ থাকে না, সে কিনা করে, তাই সেটা তাঁদেরই ব্যাপার। হায়! আমাদের শুধু এতটুকু করনীয় যে, আমাদের মুখ দিয়ে যদি কখনো কোন বাজে কথাবার্তা বের হয়ে যায়, তাহলে এর কাফ্ফারা স্বরূপ ১২বার **আল্লাহ আল্লাহ** পড়ে নেয়া বা একবার দরূদ শরীফ পড়ে নেয়া। এভাবে পড়তে থাকলে শয়তান আর আমাদেরকে এ ভয়ে, বাজে কথাবার্তার প্রতি প্ররোচিত করবে না। যে লোকেরা এই যিকির ও দরূদ পড়তে পড়তে আবার আমাকে চিন্তিত করে না দেয়। জি, হ্যাঁ! মিনহাজুল আবেদীন নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, শয়তানের জন্য **আল্লাহ**র যিকির এতই কষ্টদায়ক যে, যেমনি মানুষের দেহের জন্য আকেলা (পচন) রোগ। (মিনহাজুল আবেদীন, ৪৬ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত) আকেলা এমন একটি রোগ যা মানুষের চামড়া মাংসে পচন ধরায়, ফলে শরীর থেকে মাংস নিজে নিজে ঝরে পড়ে।

অনাবশ্যক কথাবার্তার ১৪টি উদাহরণ

আফসোস! শত আফসোস! আজকাল সৎ সঙ্গই সফল। কিছু ভাল মানুষেরা দুর্ভাগ্যবশত ভাল কথা বলার পরিবর্তে আজে বাজে কথাবার্তাতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। হায়! যদি আমরা মহান **আল্লাহ পাকে**র

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষের সাথে মেলামেশা করতে পারতাম এবং আমাদের মেলামেশা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকত। স্মরণ রাখবেন! নিরর্থক কথাবার্তা বলা কিংবা প্রয়োজনীয় কথাবার্তার সাথে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা যোগ করা হারাম কিংবা গুনাহ নয়, তবে তা পরিহার করা উত্তম।

(ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, দারে সাদির, বৈরুত)

অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে বলতে পাপজনক কথাবার্তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং চুপ থাকাটাই উত্তম। আমাদের সমাজে বর্তমানে বিনা প্রয়োজনে এমন এমন প্রশ্নাবলীও করা হয়ে থাকে। যার উত্তর দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে যায়। যদি উত্তরে মনোযোগী না হয়, তাহলে সে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং মিথ্যার গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। আবার কখনো কখনো ওই ধরনের প্রশ্নাবলী প্রয়োজনের তাগিদেও করা হয়ে থাকে। যদি এরূপই হয়, তাহলে তা নিরর্থক প্রশ্নাবলীতে পরিগণিত হবে না। এরূপ প্রশ্নাবলীর চৌদ্দটি উদাহরণ আপনাদের খিদমতে তুলে ধরা হলো। যদি তা প্রয়োজনের তাগিদে করা হয় তাহলে ঠিক আছে, আর যদি বিনা প্রয়োজনে করা হয় তাহলে মুসলমানদের নাজেহাল ও গুনাহে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকবেন। প্রশ্নগুলো হচ্ছে: (১) আরে ভাই! কি হচ্ছে? (২) আরে ভাই! আজকাল তো দোয়া টোয়া করেন না? (৩) আরে ভাই! নারাজ হয়েছেন কেন?, (৪) মনে হচ্ছে আপনার ভাল লাগছে না? (৫) এ গাড়িটি কত টাকা দিয়ে নিয়েছেন? (৬) কত সালের মডেল? (৭) আপনার এলাকায় জায়গা জমি কত দামে বিক্রি

হচ্ছে? (৮) আরে! দাম বেশি হয়েছে। (৯) অমুক স্থানের আবহাওয়া কেমন? (১০) উহু! প্রচন্ড গরম। (১১) আজকালতো কনকনে শীত পড়ছে, (১২) জানিনা, এই বৃষ্টি বন্ধ হবে কিনা? (১৩) সামান্য বাতাস বয়তেই বৃষ্টি চলে গেল, (১৪) আপনাদের সেখানে সর্বদা বিদ্যুৎ থাকে কিনা? ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্লেখিত প্রশ্নগুলো এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য প্রশ্ন বিনা প্রয়োজনে সচরাচর করা হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও এ ধরনের প্রশ্ন করা যাদের অভ্যাস তাদের সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবেন। বরং ভালধারণাই পোষণ করবেন। হতে পারে যা আপনার দৃষ্টিতে অনাবশ্যক মনে হচ্ছে, তাতে প্রশ্নকারীর কোন সৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে, যা আপনি বুঝতে পারছেন না। বাস্তবে সে প্রশ্নগুলো যদি অনাবশ্যকও হয়, তারপরও তা করার কারণে প্রশ্নকারীর কোন গুনাহ হবে না।

হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের নিকট অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর ১৩টি উদাহরণ

যারা হজ্ব পালন শেষে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ থেকে দেশে ফিরে আসে, তাদের নিকটও তাদের অনেক বন্ধু বান্ধব বিভিন্ন ধরনের অনেক অনাবশ্যক প্রশ্ন করে থাকে। এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর ১৩টি উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। (১) সফরে কোন কষ্ট পাননিতো? (২) ভিড় সম্ভবত প্রচুর ছিল? (৩) জিনিস পত্রের দরদাম তো চড়া ছিল না? (৪) বাসা উন্নত ছিল না

অনুন্নত? (৫) বাসা হেরেম শরীফের কাছে ছিল না দূরে? (৬) সেখানকার আবহাওয়া কেমন ছিল? (৭) প্রচন্ড গরম তো পড়েনি? (৮) দৈনিক তওয়াফ কয়বার করেছেন? (৯) ওমরা কয়টা করেছেন? (১০) মক্কা মুয়াজ্জমাতে আমার জন্য দোয়া করেছিলেন কিনা? (১১) মিনাতে আপনার তাঁবু জমরার কাছে ছিল না দূরে? (১২) মদীনা মুনাওয়ারাতে কয়দিন ছিলেন? (১৩) মদীনাতে আমার নামে সালাম পৌঁছিয়েছিলেন কিনা? যে প্রশ্নগুলো উদাহরণ স্বরূপ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো, তা যদিও না জায়িজ নয়, তারপরও তা করার পূর্বে এর কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার। যদি তা প্রয়োজন না হয়, তাহলে এরূপ প্রশ্ন না করাই উত্তম। কেননা এর মধ্যে কিছু কিছু প্রশ্ন এমনও আছে, যা হাজী সাহেবকে লজ্জায় ফেলে দেবে। আবার কিছু কিছু প্রশ্ন তাদেরকে সন্দিহানে ফেলে দেবে। আবার কিছু কিছু প্রশ্নের জবাব যদি সতর্কতার সাথে দেয়া না হয়, তাহলে মিথ্যার গুনাহে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই চুপ থাকুন একবার, সুখে থাকুন হাজারবার।

মিথ্যা রটনার চারটি দৃষ্টান্ত

কিছু লোক বিচার বিবেচনা না করে মিথ্যা, বানোয়াট, অপবাদ ও পাপজনক অনেক কথাবার্তাও বলে ফেলে। এরূপ কথাবার্তা ও রটনার চারটি উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল: (১) আমার পুরা পরিবার (সারা গ্রাম) বদ-মাযহাব হয়ে গিয়েছে, একজন হলেও

বাঁচাও। (সম্ভবত এরকম নয়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা এবং অধিকাংশ বাচ্চা নিরাপদ ছিল) (২) আমাদের সমস্ত সরকারি অফিসার ঘুষখোর। (৩) বিদ্যুৎ বন্টনকারীরা সবচেয়ে বড় অসৎ। (**আল্লাহ**র শপথ!) (৪) বিচারকার্যে সব চোরে ভরে গেছে ইত্যাদি।

মিথ্যা বলার প্রতি বাধ্য করতে পারে এমন অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর ১৪টি উদাহরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় লোকেরা এমন প্রশ্ন করে বসে, যার উত্তর দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি হিমশিম খেয়ে যায়। ফলে অসাবধানতা বসত এবং মানবতার তাগিদে এর উত্তর দিতে গিয়ে সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। যদিও প্রশ্নকারী ওইসব প্রশ্ন করার কারণে গুনাহগার হয় না, তা সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে রক্ষা করার জন্য বিনা প্রয়োজনে এরূপ প্রশ্নাবলী করা থেকেও বিরত থাকা উচিত। এরূপ প্রশ্নাবলীর চৌদ্দটি উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(১) আমার ঘর খুঁজে বের করতে আপনার কোন অসুবিধা তো হয়নি? (২) আমাদের রান্নাবান্না আপনার পছন্দ হয়েছে? (৩) আমার হাতের বানানো চা কেমন হয়েছে? (৪) আমাদের ঘর আপনার ভালো লেগেছে? (৫) আমার জন্য দোয়া করেন কিনা? (৬) আমি এখন যে বয়ান করেছি, তা আপনার কেমন লেগেছে? (৭) আমি এখন যে নাত শরীফ পড়েছি, তাতে আমার আওয়াজ

আপনার কেমন লেগেছে? (৮) আমার কথা আপনার খারাপ লাগেনি তো? (৯) আমি আসাতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না তো? (১০) আমার কারণে আপনি বিরক্তি বোধ করছেন না তো? (১১) আমি এসে আপনাদের আলাপ আলোচনাতে ব্যাঘাত ঘটাইনি তো? (১২) আমার প্রতি আপনি অসন্তুষ্ট নন তো? (১৩) আমার প্রতি আপনি সন্তুষ্ট কিনা? (১৪) আমার প্রতি আপনার ভালধারণা আছে কিনা? ইত্যাদি।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বাচাল

অনেক লোকতো আরো অদ্ভূত প্রকৃতির হয়ে থাকে। কথায় কথায় তারা তাদের কথার স্বপক্ষে আরেকজনের সমর্থন আদায় করতে চেষ্টা করে। খামাকা তারা আরেকজনের সমর্থন আদায়ের জন্য বলে থাকে, (১) হ্যাঁ ভাই! কি বুঝতে পারলেন? (২) আমার কথাতো আপনার বুঝে এসেছে? (তবে প্রয়োজনে ছাত্র কিংবা অধীনস্থদের শিক্ষক কিংবা বুযুর্গরা এরূপ জিজ্ঞেস করে থাকলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। বরং তাতে উপকারণ আছে। যাতে ছাত্র কিংবা অধীনস্থদের মধ্য থেকে কেউ বুঝে না থাকলে তাকে যেন আবার বুঝানো যায়। যা হোক এমন পরিস্থিতিতে বুঝে না আসার পরও শ্রোতা যেন বক্তার সাথে সুর মিলিয়ে তার কথাতে রায় না দেয়।) (৩) কি ভাই! ঠিককি না? (৪) আমি তো মিথ্যা বলছিনা? (৫) আপনার কি অভিমত? এরূপ কথাবার্তা যতই অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন, যতই গীবতে ভরা হোক

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

না কেন, কখনো কখনো মানবতার খাতিরে বক্তার সাথে সুর মিলিয়ে তার কথার সাথে একমত পোষণ করে মিথ্যা ও গীবতের সমর্থন করতে হয়। পরিনামে মিথ্যা ও গীবতের সমর্থনের গুনাহতে লিপ্ত হতে হয়। এরূপ লোকদের সংশোধন করা যদি সম্ভবপর না হয়। তাহলে তাদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকার মধ্যেই কল্যাণ। কেননা গুনাহ মূলক এরূপ কথা বার্তাতে তাদের সাথে সুর মিলালে তা আপনাকেও জাহান্নামী করতে পারে। এমন কি এরূপও দেখা গেছে যে, সে বাচাল ব্যক্তিরা অনেক সময় গোমরাহি কথাবার্তা বরং **আল্লাহ**র পানাহ কুফরী কথাবার্তা বলেও তাদের চিরাচরিত অভ্যাস মোতাবেক এর স্বপক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য আমি ঠিক বলছিনা? ইত্যাদি বলে শ্রোতার দ্বারা হা ঠিক। বলিয়ে তার ঈমানও বরবাদ করে দেয়। কেননা সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে কুফরীর সমর্থন করাও কুফরী। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی

আয় কাশ! জরুরত কে ছেওয়া কুচ ভি ন বুলো
আল্লাহ জবান কা হো আতা কুফলে মদীনা।

অযথা কথাবার্তার সংজ্ঞা

কথা বলার সময় যেখানে একটি শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়, সেখানে অতিরিক্ত আরেকটি শব্দ বাড়ালেই তা অযথা কথা হিসেবে গণ্য হবে। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলূম নামক কিতাবে লিখেছেন, যদি একটি শব্দ দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়, সেখানে

বক্তা যদি দ্বিতীয় আরেকটি শব্দ বাড়ায়, তাহলে সে দ্বিতীয় শব্দটিই অযথা তথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করার কারণে নিন্দনীয়। (ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা) যদি একটি শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল না হয়, তবে দুটি তিনটি বা প্রয়োজনানুসারে যত শব্দই বাড়ানো হোক না কেন, তা অযথা হিসেবে গণ্য হবে না। মোট কথা হচ্ছে অযথা কথাবার্তা বলতে সে কথাবার্তাকে বুঝায়, যা প্রয়োজন ছাড়া হয়। প্রয়োজন, চাহিদা, ফায়দা এ তিনটি উদ্দেশ্যের যে কোন একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কথা বলা হলে তা অযথা হিসেবে গণ্য হয় না। অনেক সময় রসাত্মক কথাবার্তাও অপ্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন কবিতা, বয়ান, রচনা ইত্যাদিকে আকষর্ণীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনানুসারে যে উপমা, অনুপ্রাস, রূপক ও ছন্দ শব্দাবলী ব্যবহার করা হয় তা অপ্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য হয় না। কখনো কখনো শ্রোতার বোধশক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখেও প্রয়োজনানুসারে শব্দের কম বেশি করা হয়। তাও অপ্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য হয় না। মেধার বিবেচনায় মানুষ তিন প্রকার। যথা: (১) তীক্ষ্ণ মেধাবী, (২) মধ্যম মানের মেধা সম্পন্নম (৩) মেধাহীন তথা নিরেট মূর্খ। যারা তীক্ষ্ণ মেধাবী তারা অনেক সময় মাত্র একটি শব্দ দ্বারা বক্তা কি বলতে চাচ্ছে তা বুঝে নিতে পারে। আর যারা মধ্যম মানের মেধা সম্পন্ন তাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা খোলাসা করে বলা না হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তা বুঝে নিতে পারে না। আর যারা নিরেট মূর্খ তাদেরকে কোন কথা দশবার বলার পরও

তা তাদের বুঝে আসে না। শ্রোতার বোধশক্তির এ তারতম্যের কারণে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শ্রোতা যদি মাত্র একটি শব্দ দ্বারা বক্তা কি বলতে চাচ্ছে তা বুঝে নিতে পারে, তাহলে তাকে সে প্রসঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটি শব্দও বলা হলে তা অযথা হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপ যে মধ্যম মানের মেধা সম্পন্ন তাকে যদি কোন কথা বুঝাতে ১২টি শব্দের প্রয়োজন হয় কথাটা তার বুঝে আসার পর সে প্রসঙ্গে আর একটি শব্দও বাড়ানো হলে তা, অযথা হিসেবে গণ্য হবে। আর যে নিরেট মূর্খ তাকে যদি কোন কথা বুঝাতে একশটি শব্দের প্রয়োজন হয়, তাহলে সে একশটি শব্দ যেহেতু প্রয়োজনের তাগিদে বলা হয়েছে, তাই তা অযথা কথাবার্তা হিসেবে গণ্য হবে না।

সারকথা হচ্ছে, যতটি শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তার চেয়ে যদি একটি শব্দও অতিরিক্ত বলা হয়, তাহলে তা অযথা হিসেবে গণ্য হবে। যে সমস্ত কথাবার্তা বলা জায়েজ, তবে তাতে ইহলৌকিক কিংবা পরলৌকিক কোন ফায়দা নিহিত নেই, তার একটি শব্দ বলাও অযথা। আর যে সমস্ত কথাবার্তা বলা না জায়িজ, তার একটি শব্দ বলাও না জায়িজ ও গুনাহ।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে

অযথা কথাবার্তার বর্ণিত আলোচনা পড়ার পর হয়ত আপনার মনে আসতে পারে, অযথা কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা আপনার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হবে। তারপরও আপনি সাহস হারাবেন না। চেষ্টা

চালিয়ে যান। মুখে মদীনার তালা লাগিয়ে নিন। তথা চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুন। মুখে মদীনার তালা লাগানোর অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য যথাসম্ভব কিছু কিছু কথাবার্তা ইশারায় কিংবা লিখে বলার চেষ্টা করবেন। আপনার নিয়্যত পরিষ্কার থাকলে উদ্দেশ্যও সফল হবে। প্রবাদ আছে, اَلسَّعْیُ مِنِّیْ وَالْاِتْمَامُ مِنَ اللّٰه অর্থাৎ চেষ্টা করা আমার কাজ, সফল করা **আল্লাহ**র কাজ। চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বুখারী শরীফের এ হাদীসটি সর্বদা আপনার স্মৃতিপটে রাখবেন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ চুপ থাকাটা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ** ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার উচিত ভাল কথাবার্তা বলা অথবা চুপ থাকা।"

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬০১৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

অদ্ভূত বাচাল

এমন অনেক লোক আছে যারা নিজেরা একেতো বেশি কথা বলে, আবার অপরকেও এক কথা বারবার বলতে বাধ্য করে। সতর্ক থাকবেন, যাতে অজান্তে আপনিও এ ভুল না করেন। এক কথাকে বারবার বলতে বাধ্য করার পন্থা হচ্ছে, যেমন যায়েদ বকরকে কোন কথা বলল, সে কথা বকরের বুঝে আসার পরও বকর না বুঝার ভান করে মাথা উঁচু করে ইশারা করে পুনরায় যায়েদকে জিজ্ঞাস করল, "বলো কি? হয় নাকি? তাই নাকি? ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে বলো

কি? হয় নাকি? তাই নাকি? ইত্যাদির জবাবে যায়েদ তার সে কথার অযথা পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। কিছু কিছু লোকের এ ধরনের বদ অভ্যাস সম্পর্কে যেহেতু আমি অধমের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, তাই কেউ আমার কথাতে হয় না কি? তাই নাকি? ইত্যাদি বললেও আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি না করে প্রায়ই নীরবতা পালন করি। ফলে শ্রোতা যে আমার কথা বুঝতে পেরেছে তা বুঝে নিতে আমার আর কষ্ট হয় না। অযথাা ও লাগামহীন কথাবার্তা বলার অভ্যাস পরিহার করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য কঠোর সাধনাও করতে হবে। কেবলমাত্র এক অর্ধেক বয়ান শুনলে কিংবা রিসালা পাঠ করলে অযথা কথাবার্তা বলার অভ্যাস থেকে মুক্তি লাভ করার আশা করা না করা সমান। তাই অযথা কথাবার্তা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোন। সেক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করুন। কারো কথা শুনে, হয় নাকি? তাই নাকি? ইত্যাদি না বলার জন্য নিজে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলুন। তারপরও যদি ভুল হয়ে যায়, তার জন্য অনুশোচনা করতে থাকুন।

কথাবার্তার পর্যালোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কথাবার্তার ক্ষেত্রে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন তার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। "মিনহাজুল আবেদীন" নামক কিতাবে উল্লেখ আছে একদা হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর সাথে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাক্ষাৎ হয়, দু'জনে একত্রে বসে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করলেন। এরপরই দুজনেই অনেক কান্নাকাটি করলেন। সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: হে আবু আলী এটা হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উপনাম) আজকের মজলিসের চেয়ে বেশি সাওয়াবের আশা আমি আর কোন মজলিস থেকে করি না। তার জবাবে সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন, এ মজলিসের চেয়ে বেশি ভয় আমি আর কোন মজলিসকে করি না। সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরয করলেন: কেন? সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জবাব দিলেন: আমরা দু'জনেই নিজের আলাপচারিতায় সুন্দর কথা পেশ করিনি? আমরা উভয়ে কি রিয়ার মধ্যে লিপ্ত হয়নি? এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী কান্না শুরু করে দিলেন। (মিনহাজুল আবেদীন, ৪৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তার বিষয়! **আল্লাহ**র সে পূন্যবান বান্দাগনের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ছিল শুধুই **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তেই। তাদের পারস্পরিক আলাপ আলোচনাও হত সম্পূর্ণ শরীয়তের আলোকেই। কিন্তু তারা কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে সীমাহীন সাবধানতা অবলম্বন করতেন। **আল্লাহ**কে অনেক ভয় করতেন। এ জন্যই তো উভয় আউলিয়া কিরামই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। কেননা তাদের ভয় ছিল, তাদের কথাবার্তাতে **আল্লাহ**র নাফরমানী তো হয়নি। বলল: আমরা অযথা সুন্দর সুন্দর কথাও তো

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

বিনা প্রয়োজনে বলিনি। এই ঘটনা থেকে সে সমস্ত লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যারা নিজেদের পান্ডিত্য জাহির করার জন্য, নিজেদের বক্তব্যে রিয়াকারীর আশ্রয় নিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলার সময়ও আরবী, ফার্সী ইংরেজী ভাষার কঠিন কঠিন শব্দাবলী, প্রবাদ, বচন, ছান্দিক বাক্যের প্রচুর সমাহার ঘটিয়ে থাকে। **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি পুরুষদের বা মানুষদের মন আকৃষ্ট ও সম্মোহিত করার জন্য ভাষার পাণ্ডিত্য অর্জন করে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা** না তার ফরয কবুল করবেন না নফল।

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯১, হাদীস নং-৫০০৬, দারে ইহইয়াউত তারাসিল, আরবী, বৈরুত)

মুহাক্কিক আলাল ইতলাক, খাতামুল মুহাদ্দিসিন হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, আলোচ্য হাদীসে সরফুল কালাম তথা ভাষা ও পাণ্ডিত্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রিয়াকারী স্বরূপ বক্তব্যে মিথ্যা ও বানোয়াটির আশ্রয় নেয়া এবং কথার মারপ্যাঁচের উদ্দেশ্যে তাতে অদল বদল করে ফেলা।

(আশয়াতুল লুমআত, ৪র্থ খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করে বইয়ের ইতি টানার চেষ্টা করছি। **রহমতে আলম, নূরে মাজাস্‌সাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

“যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সাথেই বসবাস করবে।”

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি মাদানী ফুল

(১) যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন: بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ <u>**অনুবাদ:**</u> **আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ্**র উপর ভরসা করছি। **আল্লাহ্** প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। **(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৯৫)** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে। **আল্লাহ্**র সাহায্যের আওতায় থাকবে। ঘরে প্রবেশের দোয়া:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ
بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

<u>**অনুবাদ:**</u> **হে আল্লাহ্!** আমি তোমার নিকট প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা করছি। **আল্লাহ্**র নামে আমি (ঘরে) প্রবেশ করছি এবং তারই নামে বের হই এবং আপন প্রতিপালকের

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

উপর আমরা ভরসা করছি। (প্রাগুক্ত, হাদীস- ৫০৯৬) এ দোয়টি পড়ে ঘরের অধিবাসীদের সালাম করুন। অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করুন এরপর সূরা ইখলাস পাঠ করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঘরে বরকত ও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকবে। (৩) নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম-মুহরিমাদেরকে, (যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। (৪) **আল্লাহ্ তাআলার** নাম নেওয়া (যেমন بِسْمِ الله) বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে, শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে, (৫) যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই, তবে এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْن (অর্থাৎ আমাদের ও **আল্লাহ্**র নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা) অথবা এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ- **হে নবী**! আপনার উপর সালাম) কেননা, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মোবারক প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। শরহুস শিফা লিল কারী, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা) যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তখন এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি? (৭) যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান, হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়নি। (৮) যখন আপনার ঘরে কেউ করাঘাত করে, তবে সুন্নাত

হচ্ছে এভাবে জিজ্ঞাসা করা: 'কে?' করাঘাতকারীর উচিত, নিজের নাম বলা, যেমন- বলুন: মুহাম্মদ ইলইয়াস। নাম বলার পরিবর্তে মদীনা, আমি! দরজা খুলুন ইত্যাদি বলা সুন্নাত নয়। (৯) উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে, (১০) কারো ঘরে উঁকি মারা নিষেধ। অনেকের ঘরের সামনে, নিচে অন্যান্য ঘর থাকে সুতরাং ব্যালকনি ইত্যাদি থেকে দেখার সময় এদিকে খেয়াল করা উচিত যেন তাদের ঘরে দৃষ্টি না পড়ে। (১১) কারো ঘরে গেলে সেখানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অহেতুক মন্তব্য করবেন না, এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে, (১২) বিদায়ের সময় মালিকের জন্য দোয়া ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা রিসালা ইত্যাদি উপহার দিন।

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাতের তরবিয়্যতের অনন্য মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলা সমূহতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরকেও নিজ জীবনে অপরিহার্য করে নিন।

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো, লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, পাওগে বারাকাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন
মাদানী চ্যানেল
বাংলা